দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...23 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

25

দায়ী প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অদূরদর্শিতা ও অর্থসঙ্কট

ঐতিহ্যবাহী একটি কারিগরি স্কুল যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে–

ময়মনসিংহ, ২২ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– চরম অর্থ সঙ্কট, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতার কারণে ঐতিহ্যবাহী কাশী কিশোর কারিগরি বিদ্যালয়ের শেষ অস্তিত্বটুকুও হারিয়ে যেতে বসেছে। এককালের জমজমাট এই প্রতিষ্ঠানটি এখন গো-চারণ ভূমি এবং অসামাজিক লোকদের নিরাপদ আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মেশিনপত্র নষ্ট হচ্ছে। খোয়া যাচ্ছে লাখ লাখ টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশ। একটি স্বার্থান্বেষী মহল সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দায়সারাভাবের সুযোগ নিয়ে বেদখল করে নিচ্ছে কারিগরি বিদ্যালয়ের মূল্যবান সম্পত্তি।

ময়মনসিংহ : কাশী কিশোর কারিগরি বিদ্যালয়ের একাংশ —জনকণ্ঠ

সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে ২ একর ৮০ শতাংশ জমিতে ১৮৯৩ সালে ময়মনসিংহ শহরের টাউন হল মোড়ের সন্নিকটে কাশী কিশোর কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন রাম গোলাপপুরের জমিদার বাবু যোগেশ কিশোর রায় ময়মনসিংহ জেলা পরিষদকে এককালীন নগদ ১০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক ২ হাজার টাকা হারে অনুদান দেয়ায় তাঁর নামানুসারেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ তখন থেকেই এটি পরিচালিত করে আসছে। টেকনিক্যাল ৫টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণদানের মধ্য দিয়ে এটির যাত্রা শুরু হয়। হাতেকলমে ছাত্রদের যে ৫টি বিষয়ের ওপর শিক্ষা দেয়া হতো সেগুলো হচ্ছে ওয়েল্ডিং, কার্পেন্টারি, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প ও কাসার। এজন্য বিদ্যালয়ের মূল ভবন ছাড়াও ছিল তিনটি বড় ধরনের টিন সেডের ঘর, যেখানে মূল্যবান সম্পদ লেদ মেশিনসহ যন্ত্রপাতি রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকায় যন্ত্রপাতি সামগ্রীতে মরিচা পড়ে বিনষ্ট হচ্ছে। খোয়া যাচ্ছে মূল্যবান মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। দিনের বেলায় এটি গো-চারণ ভূমি। আর রাতের বেলায় এটি হয় অসামাজিক ও অপরাধীদের নিরাপদ আড্ডাস্থল। সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের অনেক জমি একটি মহল বেদখল করে নিয়েছে। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মামলা চলছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

বর্তমানে জেলা পরিষদের ৯ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে কাশী কিশোর কারিগরি বিদ্যালয়ে। মোটর ড্রাইভিং ও ইলেক্ট্রনিক্সসহ টাইপরাইটিং এবং কাঠ মিস্ত্রির ওপর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে জানানো হলেও কোন ছাত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়টিতে সাপ্তাহিক ময়মনসিংহ বার্তা, অবলম্বন সমাজকল্যাণ সমিতি, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলছে।

প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হলে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের হাজার হাজার বেকার যুবক এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ লাভ করবে। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে কাশী কিশোর কারিগরি বিদ্যালয়।